ধ্বংসাবশেষ / রানা পাল

নাটক শুরু।

[শিল্পীর ঘর। চারিদিকে ছড়ান নানান ছবি আঁকা ক্যানভাস। দেওয়ালে এখানে ওখানে রঙ-এর ছোপ। ঘরের ডান কোনায় একটা চৌকি। মাঝখানে একটা টুলের ওপর বসে শিল্পী ছবি আঁকছে। সামনে ইজেলে ফিট করা ক্যানভাস সাদাই পড়ে আছে। শিল্পী তুলি রঙ হাতে নিয়ে চিন্তা মগ্ন। পরনে সাদা পায়জামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি। পায়জামা ও পাঞ্জাবির কিছু কিছু জায়গায় ছবি আঁকার রঙের ছোপ।]

শিল্পী - আমার রঙ মিলছে না। আমার রঙ মিলছে না। আমি কি করতে পারি। ভগবান আমায় . . . আমায় . . .

[সে টুল থেকে উঠে দাঁড়ায়। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। রঙ, তুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের এক কোণায়। তারপর হাঁপিয়ে আবার টুলের ওপর বসে পড়ে। হাঁটুর ওপর কনুই। হাতের তেলোর ওপর চিবুক। চিন্তামগ্ন শিল্পী।
ঘরে ঢুকল একটি সুন্দরী কিশোরী। গায়ে গাঢ় হলুদ রঙের জামা। পিঠের পেছনে দুটো ডানা লাগানো। ঘরে ঢুকে কিশোরী শিল্পীর পেছনে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়অয়। তারপর শিল্পীর কাঁধে আলতো হাত রাখে।]

শিল্পী - কে? [একটু চমকায়]
কিশোরী -আমি প্রজাপতি।
শিল্পী - কি চাও?
প্রজাপতি - তুমি আজ এত কঠোর কেন শিল্পী?
শিল্পী - জানি না।
প্রজাপতি - তুমি আজ এত উদ্‌ভ্রান্ত কেন শিল্পী?
শিল্পী - আমি রঙ মেলাতে পারলাম না, আমি রঙ মেলাতে পারলাম না।
প্রজাপতি - কেন? ঘর ভর্তি এগুলো তবে কি?

[ঘরের সব ছড়ানো ক্যানভাসগুলোর দিকে দেখায়।]

শিল্পী - ওসব নয়, ওসব নয়। আমি তো ওসব চাইনি। আমি চেয়েছিলাম প্রণের রঙ। বলতে পারো প্রাণের রঙ কোথায়?
প্রজাপতি - শিল্পী, রঙের জন্য আমিই তোমার কাছে আসি। আমার কাছে রঙ থাকবে কি করে?
শিল্পী - না, না, তোমার মধ্যেই আছে।
প্রজাপতি - আমার মধ্যে নেই। আমি জানি।
শিল্পী - তুমি জান? কেউ তো জানতে পারে না তার মধ্যে কি আছে আর কি নেই।
প্রজাপতি - আমি জানতে পারি।
শিল্পী - আমি তো জানতে পারি না।
প্রজাপতি - আমি জানি।
শিল্পী - জানো?
প্রজাপতি - হ্যাঁ জানি যে আমাতে রঙ নেই।
শিল্পী - জানো তো আমার কাছে আসো কেন? কতগুলো প্রণহীন, চটকদার, মন ভুলানো রঙ নিতে? তুমি এতো বোকা?
প্রজাপতি - আমি বোকা নই, আমি ঠিক করেছি। আমার প্রাণ তো আছেই, প্রাণের আবার কি দরকার?
শিল্পী - ও প্রাণ তো তোমার জীবনের অঙ্গ। ও প্রাণ তো আমি চাইনি। আমি চেয়েছি তোমার রঙের ভেতর প্রাণ ফুটিয়ে তুলতে। আমি চেয়েছি, আমার তুলিতে প্রাণের বন্যা বইয়ে দিতে। পারিনি, আমি পারিনি। কি হবে আমার ছবি এঁকে?
প্রজাপতি - পারবে শিল্পী, তুমি পারবে। হতাশার রোদ্দুরে পুড়ে যাওয়ার পরে আশার সে বৃষ্টি। অপেক্ষা কর,

ধৈর্য্য ধর। ঐ তো সেই মেঘের গুরুগুরু শুনতে পাচ্ছি। তুমি পারবে শিল্পী, তুমি পারবে।

শিল্পী - না, না, না। তুমি আমায় আর কত সান্ত্বনা দেবে। এতদিন ধরে তোমার সান্ত্বনার ফল তো ওই [ঘরের ছড়িয়ে থাকা ছবিগুলোর দিকে দেখায়] সারা ঘরে আবর্জনার মত জমে আছে।

প্রজাপতি - শিল্পী, তুমি জল খাবে?

শিল্পী - দাও।

[প্রজাপতি ঘরের কোণায় রাখা কুঁজোর কাছে গিয়ে গেলাসে জল ঢালতে থাকে।]

শিল্পী - জল তো আমার জিহ্বার তৃষ্ণা মেটাবে। প্রাণের তৃষ্ণা মিটল আমার কই? আমি পারলাম না, প্রাণের রঙ আমি তৈরী করতে পারলাম না।

প্রজাপতি - [শিল্পীর হাতে জলের গেলাস এগিয়ে দিয়ে] এই নাও।

[শিল্পী ঢক্‌ঢক্‌ করে সব জলটুকু খেয়ে ফেলল। ফিরিয়ে দিল গেলাস।]

প্রজাপতি - আমি যদি মেটাই।

শিল্পী - তুমি? পারবে না, পারবে না তুমি। মরুভুমির গরম বালিতে ছাওয়া কত প্রকান্ড প্রান্তরে আমি বসে আছি, তুমি জান না। কত বিরাট একটা চিতা আমার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তুমি জান না। তুমি পারবে না প্রজাপতি।

প্রজাপতি - তুমি বললেই আমি পারতে পারি শিল্পী। তুমি বল। একবার, শুধু একবার বল।

শিল্পী - মিছে কেন স্বপ্ন দেখছো। তুমি পারবে না।

প্রজাপতি - শিল্পী, আমার দিকে তাকাও।

[শিল্পী প্রজাপতির চোখে চোখ রেখে তাকায়]

প্রজাপতি - আমাকে দেখো। আমার এ রুক্ষ বেশ, তুমিই ঘোচাতে পার। আমাকে আবার যৌবনের দূত করে দেবে না? আমার প্রাণ থাকতেও আমি অচল। আমাকে আবার প্রাণবন্ত করে তোল।

শিল্পী - আমার কাছে যে প্রাণের রঙ নেই।

প্রজাপতি - যা আছে তাতেই হবে। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।

শিল্পী - তোমার অমন রঙিন পাখনা, সাদা হয়ে গেল কি করে?

প্রজাপতি - সে অনেক কথা।

শিল্পী - আমার প্রাণের রঙেরও তো অনেক কথা। শুনবে? শুনবে আমার প্রণের রঙের কথা?

প্রজাপতি - বল শিল্পী।

শিল্পী - রোজ রাত্রে, বুঝলে রোজ রাত্রে, ঐ যে ছবিটা দেখছ - [একটি নারীর মুখ মন্ডলের ছবি দেখিয়ে।] ওটা আমার সাথে কথা বলে।

প্রজাপতি - কথা বলে?

শিল্পী - হ্যাঁ কথা বলে। রোজ, রোজ রাত্রে। ওই তো আমায় প্রেরণা জোগায় প্রাণের রঙ তৈরী করার।

প্রজাপতি - কি বলে?

শিল্পী - ঠিক মাঝরাতে, সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমোচ্ছে, সকল শিশুই যখন মায়ের বুকেতে নিরাপদ। তখন ও জাগে। তখন ও কথা বলে।

প্রজাপতি - কি বলে?

শিল্পী - ও বলে, স্রষ্টা, তুমি তোমার তুলি ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমার রঙ পুকুরের জলে গুলে দাও। তারপর চুপচাপ মানুষের ভীড়ে মিশে যাও। নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পনে।

প্রজাপতি - কেন?

শিল্পী - আমিও ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন? ও বলল, আমায় যদি প্রাণই দিলে না, আমায় নিজের ইচ্ছেয় চলতে দিলে না, তখন কেন আমাদের সৃষ্টি করে কষ্ট দিচ্ছ, বলতে পার? আমাদের কি কষ্ট তুমি বোঝ না? এ কেমন জগৎ, সৃষ্টির অনুভবতা স্রষ্টা বোঝে না। বল, বল তুমি বোঝ না?

প্রজাপতি - সৃষ্টি এতই অবুঝ?

শিল্পী - হ্যাঁ প্রজাপতি সৃষ্টি এতই অবুঝ। আমরা যেমন নিঃশেষ হলে দোষারোপ করি ভগবানকে। তেমনি ওরাও আমাকে অভিশাপ দেয়। বলে, পরের জন্মে তুমি হবে, মূক, বধির, পঙ্গু। অথচ দেখতে পাবে সব। চোখ দুটো থাকবে উজ্জ্বল।

প্রজাপতি - ইস্ কি জঘন্য, কি নীচ এই অভিশাপ।

শিল্পী - আমি ওকে আবার প্রশ্ন করেছিলাম। তোমার প্রাণ নেই, তবে তুমি কথা বলছ কিভাবে?

প্রজাপতি - ও কি বলল?

শিল্পী - ও বলল, এ তো আমার অন্তর কথা বলছে। সেই অন্তরে তুমি প্রাণ দাও। স্রষ্টা, আমার অন্তরে প্রাণ দাও। তোমার পায়ে পরতাম যদি সম্ভব হত। তোমায় অনুরোধ স্রষ্টা। সে কাঁদতে শুরু করল। সে কি কান্না। প্রজাপতি আমি আর পারলাম না। আমি চীৎকার করে উঠলাম। আমি পারব না, তুমি যাও। তুমি যাও। সত্যিই আমি পারলাম না। আমি পারলাম না প্রাণের রঙ মেলাতে।

[শিল্পী টুলের ওপর বসে, দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। প্রজাপতি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে শিল্পীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার দু কাঁধে দুটি হাত রাখে।]

প্রজাপতি - চল, শুতে চল। তুমি ক্লান্ত। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।

[শিল্পী মুখ তুলে তাকায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, প্রজাপতির কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে যায় চৌকিটার দিকে। সেখানে গিয়ে চৌকিটার ওপর বসে। তারপর শুয়ে পড়ে। প্রজাপতিও বসে। শিল্পীর মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নেয়। মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে থাকে।]

প্রজাপতি - তুমি ঘুমোও শিল্পী। কত রাত তুমি বিনিদ্র তা কে জানে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। তুমি প্রণের রঙে জীবন্ত ছবি আঁকবেই।

[আস্তে আস্তে ঘরের আলো কমে আসবে। সম্পূর্ণ নিভে যাবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে দপ্ করে আবার আলোকিত হবে সমস্ত ঘর। ঘরে ঢুকবে এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক। প্রজাপতি চমকে উঠবে।]

প্রজাপতি - কে?

যুবক - আমি?

প্রজাপতি - আমি কে?

যুবক - আমি অনল।

প্রজাপতি - অনল? তুমি কেন এসেছ, কি জন্যে এসেছ? আমাদের জ্বালিয়ে দিতে?

অনল - না, না। আমায় বোঝ, বুঝতে একটু চেষ্টা কর। সকলে অবুঝ হয়ো না। আমি নিজে যে কি জ্বলছি তা তো জানো না?। আমি জ্বালাতেও চাই না, জ্বলতেও চাই না। আমি চাই ফুলে ফুলে ভরা বাগান। নানান রঙের তোমরা ঘুরে বেরাচ্ছ। আমি চুপ করে বসে থাকব সেখানে। আমার অন্তরে সুরের ঝরনা ঝরে যাবে।

প্রজাপতি - লজ্জা করল না তোমার কথাগুলো বলতে?

অনল - লজ্জা?

প্রজাপতি - হ্যাঁ লজ্জা। তুমি চাইছ বাগান? ওই বাগানে বসেই তো তুমি আমার সর্বনাশ করলে।

অনল - তোমার সর্বনাশ?

প্রজাপতি - হ্যাঁ আমার সর্বনাশ। [কাঁদতে কাঁদতে] আবার তুমি বাগানে বসতে চাও? আবার নতুন করে কার সর্বনাশ করবে?

অনল - আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকে আমি চিনি না।

প্রজাপতি - বুঝিয়ে দিচ্ছি। শুভ্রাকে চেনো?

[অনলের মুখের ভাব পাল্টায়।]

অনল - হ্যাঁ। সেই তো আমায় মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। সেই তো আমায় মুক্তির কথা বলেছিল। কিন্তু ও তো মারা গেছে।

প্রজাপতি - মরবেই। তুমি যে সর্বনাশা। তুমিই তো তাকে মেরেছ।

অনল - না, না, না -

প্রজাপতি - শরতের মেঘের মত শুভ্র মেয়ে ছিল শুভ্রা। ওদের বিরাট বাগান। নানান ফুলে ভরা বাগান। সেই বাগানে আমি রোজ খেলতাম।

অনল - ওই বাগানে আমরা দুজনও খেলতাম।

প্রজাপতি - জানি। কিন্তু তুমি ছিলে বড় নীচ খেলোয়াড়।

অনল - ভুল বুঝোনা আমায়।

প্রজাপতি - অনেক বুঝেছি। সেই শুভ্রাদের বাগানে, আমরা খেলতাম আর তোমাদের দেখতাম। তোমাদের দেখে বড় ভাল লাগত। বড় সুখ হত। একদিন -

অনল - বল, থামলে কেন?

প্রজাপতি - একদিন আমার বন্ধু স্বপন, আমার স্বপ্ন, আমায় নিয়ে গেল তার বাগানে। সেদিন ফিরলাম একটু দেরীতে। তখন যা হবার তা হয়েগেছে।

অনল - কি হয়ে গেছে?

প্রজাপতি - তুমি কিছুই জান না, না?

অনল - মানে. . .

প্রজাপতি - ওই বাগানে শুভ্রাকে খুন করে তুমি পালালে।

অনল - না, না, না, আমি খুন করিনি।

প্রজাপতি - হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি খুন করেছ। সাক্ষী ছিল একগুচ্ছ লিলি ফুল।

অনল - সাক্ষী?

প্রজাপতি - হ্যাঁ। আমি আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সেই জায়গায় গেলাম। আলতো করে বসলাম ওই লিলি ফুলের গুচ্ছের ওপর। তখনও আমি লক্ষ্য করিনি শুভ্রার দেহটা। লিলিগুলো শুভ্রার রক্তে রেঙে ছিল। আমি সেখানে বসতেই আমার ডানায় লেগে গেল সে রক্ত। আমি ঝপটে উঠলাম। উড়তে উড়তে লিলি ফুলেদের কাছে জেনে নিলাম সব ঘটনাটা। ইস্ কি জঘন্য তুমি।

অনল - কোথায় সেই লিলি ফুলের দল। ওদেরও আমি শেষ করব। সাক্ষীর শেষ করে নিশ্চিন্ত।

প্রজাপতি - উদ্‌বিগ্ন হয়ো না অনল। তোমার পাপের স্পর্শে ওরা নিজেরাই শুকিয়ে গেছে। ভয় পেয়ো না। প্রকৃতি অত স্বার্থপর নয়।

অনল - হায় ভগবান।

প্রজাপতি - আমি তক্ষুনি গেলাম ঝরনায়, ডানা দুটো ধুতে। ধুয়েও এলাম। কিন্তু -

অনল - কিন্তু ?

প্রজাপতি - আমার ডানার সমস্ত রঙ ধুয়ে গেল। আমার ডানা দুটো শুভ্রার শাড়ির মত হয়ে গেল। শিল্পীর কাছে এলাম, আমার সেই প্রাণবন্ত রঙ ফিরে পেতে।

অনল - আমিও এসেছি শিল্পীর কাছে, আমার একটা -

প্রজাপতি - ছবি আঁকিয়ে নিতে?

অনল - হ্যাঁ ছবি। আমি মরে গেলে পৃথিবী আমাকে ভুলে যাবে। শিল্পী আমায় অমর করে দিতে পারে।

প্রজাপতি - শিল্পী খুনীর ছবি আঁকবে না।

অনল - আমি খুনী নই। আমি মানুষ। আমি সুখান্বেষী মানুষ। আমায় বাঁচতে দাও। আমায় ভুল বুঝোনা তোমরা।

[শিল্পী ধড়মড় করে চৌকির ওপর উঠে বসে।]

শিল্পী - কে? কে এসেছে ঘরে? শুভ্রা?

অনল - শুভ্রা?

শিল্পী - হ্যাঁ শুভ্রা। ঐ যে, ঐ যে শুভ্রা।

[সেই নারীর মুখমন্ডলের ছবির দিকে এগিয়ে যায় শিল্পী]

শিল্পী - এই তো আমায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। প্রাণের রঙ ফুটিয়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে।

অনল - আমাকেও শিল্পী, আমাকেও শুভ্রা মুক্তির পথ বাৎলেছিল। আমাকেও সে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।
শিল্পী - শুভ্রা? কোন শুভ্রা?
অনল - তুমি যে শুভ্রার কথা বলছ।
শিল্পী - আমার শুভ্রা তো ছবি। আমার শুভ্রা তো মৃত।
অনল - আমার শুভ্রা জীবন্ত।
শিল্পী - শুভ্রা জীবন্ত? জীবন্ত শুভ্রা আছে?.
অনল - হ্যাঁ আছে।
শিল্পী - প্রাণবন্ত?
অনল - আমার আপনার মত প্রাণবন্ত।
শিল্পী - শুভ্রা হেটে বেরাচ্ছে? নিজের ইচ্ছে মত যা খুশী করে বেরাচ্ছে? শুনলে প্রজাপতি। শোন শোন এই যুবক কি বলছে।

[প্রজাপতি চুপ করে থাকে। শিল্পী এবার সেই নারীর ছবিটা নিয়ে মাটিতে আছাড়াতে থাকে। অট্টহাস্য আর চীৎকার করতে থাকে।]

শিল্পী - হাঃ হাঃ হাঃ। এ মৃত, এ ভূয়া। তোমাকে আমার দরকার নেই। প্রজাপতি শোন। শুভ্রা জীবন্ত। আমি আজ সার্থক শিল্পী। আমি জীবন্ত ছবি পেয়ে গেছি। আমার প্রাণের রঙ মিলে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।
প্রজাপতি - তুমি একি করলে অনল? শিল্পীকে তুমি জ্বালিয়ে দিলে এমনভাবে? তুমি এতই নিষ্ঠুর হতে পার?
অনল - আমায় ভুল বুঝ না।
প্রজাপতি - তোমার চোখেই পৃথিবীটা আজ ভুল।
শিল্পী - তোমরা আজকে এত কথা বোল না। চুপ করে শোন আমার রঙের ব্যাখ্যা। আমার প্রাণের রঙের ব্যাখ্যা।
প্রজাপতি - শিল্পী, শুভ্রা এখন মৃত।
শিল্পী - মৃত?
প্রজাপতি - হ্যাঁ। ওই অনল ওকে খুন করেছে।
শিল্পী - [হাসতে হাসতে] হ্যাঁ, হ্যাঁ মৃতই তো, মৃতই তো। তবে ও নয়, আমিই ওকে খুন করেছি। এই মাত্রই তো খুন করলাম তোমাদের সামনে।
প্রজাপতি - না, না, এ শুভ্রা নয়। ও জীবন্ত শুভ্রাকে খুন করেছে।
শিল্পী - অ্যাঁ [চমকে] জীবন্ত শুভ্রাকে?
অনল - [চেঁচিয়ে] না আমি খুন করিনি। আমি শুভ্রাকে খুন করিনি। আমায় ভুল বুঝ না।

শিল্পী - বেরিয়ে যাও নরাধম। তুমি আমার প্রাণের রঙে আঁকা ছবি সমাপ্তির মুখে ধ্বংস করে দিলে? যাও। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। আমার ইচ্ছে করছে তোমায় পৃথিবী থেকে বিদায় করতে। করতে যদিও পারি, তবে এক পাপের বিচারের দন্ড আরেকটা পাপ আমি মানি না।
অনল - শিবনাথ তুমিও আমায় ভুল বুঝলে?
শিল্পী - অ্যাঁ শিবনাথ? [চমকে] শিবনাথ মরে গেছে। বহু যুগ যুগ আগে শিবনাথের মত মানুষেরা মরে ভুত হয়ে গেছে। যাও বেরিয়ে যাও এক্ষুনি। যাও।
অনল - তাড়িয়ে যখন দিচ্ছ, তখন যাচ্ছি। তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ, পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাকে অমর করে দিও।

শিল্পী - কেউ কাউকে অমর করতে পারে না। যে হয় সে নিজের গুনেই হয়।
অনল - তুমি পার।
শিল্পী - ভুল। ভুল ধারণা তোমাদের। যাও, চলে যাও বলছি।
অনল - আর একটা অনুরোধ।
শিল্পী - আবার কি?
অনল - আমায় ভুল বুঝ না। আমায় নিয়ে একটু চিন্তা কোর। আমার জন্য একটু ভেবো।
শিল্পী - তুমি যাও অনল।

[অনল চলে যায়]

প্রজাপতি - শিবনাথ তুমি ঘুমোতে চল। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটল।
শিল্পী - ওই নামে তুমি আমাকে ডাকবে না। শিবনাথ বলে কেউ নেই। শিবনাথ মারা গেছে। আমি শিল্পী। [কিছু ভেবে] না, না আমি কিছু নই। আমি, আমি ট্র

[হাতে মুখ ঢাকে]

প্রজাপতি - শিবনাথ তোমার প্রণের রঙ আমায় দিয়ে শুরু করবে বলেছিলে। এবার শুরু কর।
শিল্পী - না, আমি পারব না। দেখলে না আমার বাধার বিপদ একের পর এক বীভৎসভাবে এগিয়ে আসে। আমি পারব না। তুমি আমায় অনুরোধ কোর না।

[শিল্পী দু হাতে মুখ গুঁজে টুলে বসে থাকবে। প্রজাপতি পেছন থেকে আলতো করে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াবে।]

প্রজাপতি - শিবনাথ। [মৃদু স্বরে]
শিল্পী - ও নামে আমাকে ডাকবে না, ডাকবে না, ডাকবে না। [উত্তেজিতভাবে] কত বার বলব। আমার পরিচয় শিল্পী নামে, শিবনাথ নামে নয়। শিবনাথ নামে কেউ নেই।
প্রজাপতি - আমার কাছে তোমার গোপনতার কি প্রয়োজন? অবিশ্বাসী অনলের দলে আমায় ঠেলো না। বল, শিবনাথ কে? কেন শিবনাথকে আড়াল করছ এমনভাবে শিল্পীর মুখোশের পেছনে।
শিল্পী - আমাদের সকলেরই একটা ভদ্রতার মুখোশ ব্যবহার করতে হয়।
প্রজাপতি - কেন?
শিলপী - কারণ আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের মুখোশ বিহীন মুখ দেখলে চমকে উঠব।
প্রজাপতি - তোমার সেরকম কদর্য্য রূপ নেই। থাকতে পারে না।
শিল্পী - থাকাটা তো কোন অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। সকলেরই আছে, থাকতে বাধ্য। ভগবানের সৃষ্টিই এমন।
প্রজাপতি - তাহলে তোমার মুখোশ সরাও। তোমায় দেখতে দাও।
শিল্পী - ভয় পাবে।
প্রজাপতি - না পাবো না। আমার বিশ্বাস তুমি সেরকম হবেই না। বল শিবনাথ, আমায় বল।

[দ্বিধায় শিল্পী ঘরের চারিদিকে চোখ বোলায়।]

শিল্পী - প্রজাপতি, তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানলাম না। বলবে না?
প্রজাপতি - শ্রাবনী।
শিল্পী - অনুমান আমার সত্য।
প্রজাপতি - মানে?
শিল্পী - যার চোখের তারায় শ্রাবনের রোদের ছায়া, যার চুলে শ্রাবনের ঝরঝর ধারা, তার শ্রাবনী ছাড়া কি নাম আশা করা যায়?
প্রজাপতি - শিবনাথ, আমার এ রূপ তোমার ভাল লাগলো?
শিল্পী - অমন পাতলা ঠোঁটের কথা, আমি যুগ যুগ ধরে শুনে যেতে পারি। একটুতেও আমার কান্না আসবে

না। তুমি কত সুন্দর।

প্রজাপতি - আমার ছবি আঁকবে না, প্রাণের রঙে?

শিল্পী - আঁকব, শ্রাবনী আঁকব। নিশ্চয়ই আঁকব। তুমি টুলটায় স্থির হয়ে বস।

[প্রজাপতি টুলটায় বসে। শিল্পী ঘরের চারদিক খুঁজে রঙ তুলি নিয়ে আসে। প্রজাপতির পেছনে দাঁড়িয়ে তার পাখনা দুটোয় রঙ করতে শুরু করে।
আঠেরো ঊনিশ বছরের এক তরুন ঘরে ঢোকে। তার পরনে আকাশী রঙের পোষাক। পীঠের কাছে আকাশী রঙের দুটি পাখনা। খুব শান্ত ধীর পদক্ষেপে সে এসে দাঁড়ায়।]

প্রজাপতি - [লাফ দিয়ে টুল থেকে উঠে দাঁড়ায়] স্বপন তুমি? এই দেখ শিবনাথ তোমাকে যে স্বপনের কথা বলেছিলাম, এই সেই স্বপন। আমার স্বপ্ন। তুমি এখানে কেমন করে এলে স্বপন?

স্বপন - [খুব শান্ত গলায়] পথে অনলের সঙ্গে দেখা হল। সেই বলে দিল তুমি এখানে আছো।

প্রজাপতি - ও। এই হল শিবনাথ। আমার পাখনা রঙ হীন হয়ে গিয়েছিল, তুমি তো জানই। এই শিবনাথই আমায় আবার আগের মত করে দিয়েছে।

স্বপন - তবে আবার আমার বুকে এসো।

[প্রজাপতি স্বপনের দিকে এগিয়ে যায়। দুহাত দিয়ে স্বপনের গলা জড়িয়ে ধরে। স্বপনও তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে।]

প্রজাপতি - কতদিন পর তোমায় দেখলাম।

স্বপন - আমিও তো কতদিন পর তোমায় দেখলাম।

শিল্পী - [স্বগত] আহা কি সুন্দর। আমার সৃষ্টি সার্থক। আমি সার্থক।

প্রজাপতি - এবার আমাদের বিদায় দাও।

শিল্পী - নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এসো, তোমরা এসো। আমি আবার একা। আমি আবার একা হয়ে যাব। তোমাদের তো আমি আটকাতে পারবো না। তোমরা যেতে পার।

স্বপন - কেন পারবে না শিবনাথ? তোমার তুমিই তো আমাদের ধরে রাখতে পারবে।

শিল্পী - না, তুলি আর আমি ধরব না। তোমরা এসো। আমায় এখন একা হতে দাও।

[স্বপন ও শ্রাবনী হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে পিছন ফিরে শিল্পীকে বার কয়েক দেখে। ঘরের আলো মৃদু হয়ে আসে।]

শিল্পী - মালতী চলে গেল। শুভ্রা চলে গেল। চলে গেল শ্রাবনী, চলে গেল স্বপন। ফিরে গেল অনল।সকলেই চলে যাবে। সকলেই ফিরে যাবে। আমিই থাকব পরে। আমিই থাকব সকল ধ্বংসের অবশেষ হয়ে। হায় ভগবান। মালতী কেন তুমি চলে গেলে? তুমি যদি না যেতে তাহলে তো আমার এমন হোত না। স্বপন, শ্রাবনীর স্বপ্ন। মালতী, শিবনাথ তোমার স্বপ্ন হতে পারল না। পারত না? বল, বল মালতী, কথা বলছ না কেন? কোথায় তুমি? তোমায় এখন পেলে খুন করে ফেলব, যেমন অনল করেছে শুভ্রাকে। তুমি কোথায় মালতী? তোমায় দেখছি না কেন? আমায় আর কাঁদিও না তুমি। এসো মালতী, আমায় বিশ্বাস কর। আমাকে বাঁচাও। মালতী আমি আবার শিবনাথ হয়ে যেতে চাই।

নাটক শেষ।